দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 06 JUN 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

জবি'র ৪শ' কোটি টাকার সম্পত্তি বেহাত হওয়ার ক্লু বের হচ্ছে

তৎকালীন প্রকল্প পরিচালক আয়শা শিরিন ও যুবদল নেতা সাগীর পাটুয়াটুলির ছাত্রাবাসটি ১ কোটি টাকায় বিক্রি করে দেয়

কাজী মোস্তাফিজুর রহমান

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদখলকৃত ৪শ' কোটি টাকার সম্পত্তি বেহাত হওয়ার ক্লু বের হওয়া শুরু হয়েছে। কর্মচারীদের টাকা ভাগাভাগি নিয়ে মনোমালিন্য সৃষ্টি হওয়ায় প্রকাশিত হয়েছে পানির দরে মাত্র ১ কোটি টাকায় বিক্রি হওয়া পাটুয়াটুলির ছাত্রাবাসের কাহিনী। ২০০৩ সালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রকল্প পরিচালক, সাবেক সচিবের স্ত্রী, অধ্যাপক আয়শা শিরিন রহমান ও যুবদলের ঢাকা মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক সাগীর আহমেদ যৌথভাবে সবার অগোচরে হলটি বিক্রি করে দেয়। উল্লেখ্য, ১৯৭৩ সালে ছাত্র সংসদের তৎকালীন ভিপি জিন্নাহ ও কলেজ কর্তৃপক্ষের দাবীর প্রেক্ষিতে কোন এক সহৃদয় ব্যক্তি কলেজের নামে এ জায়গাটি দান করে। কলেজ কর্তৃপক্ষ ভবনটিকে কর্মচারীদের আবাসিক ভবন হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ দেয়। ৪৬ জন কর্মচারী ও তাদের পরিবার সেখানে বসবাস করে আসছিল। কিন্তু তৎকালীন যুবদল সাধারণ সম্পাদক ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি সাগীর আহমেদ জবির প্রকল্প পরিচালক আয়শা শিরিন রহমানের প্ররোচনায় ২০০২ সালে বাংলাবাজার এলাকার ব্যবসায়ী হাসান মোল্লার নিকট সবার অগোচরে পানির দরে মাত্র ১ কোটি টাকার বিনিময়ে জায়গাটি বিক্রি করে দেয়। কিন্তু ভবনে বসবাসকারী কর্মচারীদের হল ছাড়ার নির্দেশ দিলে তারা আপত্তি জানায়। পরে তাদের বাগে আনতে ১০ লাখ টাকা দেয়া হয়। তৎকালীন কর্মচারী নেতা মোশাররফ হোসেন ও আব্দুল কুদ্দুস ৬ লাখ টাকা ৪৬ জন কর্মচারীর মধ্যে বণ্টন করে দেয়। বাকি পৃঃ ৮-ক ৪

জবি'র ৪শ' কোটি টাকার সম্পত্তি

১২-এর পৃষ্ঠার পর

৪ লাখ টাকা কুদ্দুস ও মোশাররফের যৌথ একাউন্টে অগ্রণী ব্যাংকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় জমা রাখা হয়। জবির গণিত বিভাগের কর্মচারী আব্দুল কুদ্দুস মৃত্যুবরণ করায় মোশাররফ একাই ব্যাংকে টাকা তুলতে যায়। কিন্তু যৌথ ব্যাংক হিসাব থাকায় তিনি টাকা তুলতে পারেননি। এরপর কুদ্দুসের মৃত্যুর সনদ নিয়ে তার স্ত্রীর স্বাক্ষরে গত মে মাসের শেষের দিকে ব্যাংকে থাকা ৪ লাখ টাকা তুলে নেয় সে। হল বিক্রির ১০ লাখ টাকা কেন তাদের দেয়া হয়েছিল এ ব্যাপারে জবির বর্তমান রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের কর্মচারী মোশাররফ জানায়, কর্মচারীদের হল দাবী ভবনের সংস্কারের জন্য এ ১০ লাখ টাকা দেয়া হয়েছিল।

এদিকে পাটুয়াটুলি হলের স্থানে নির্মিত বহুতল বিশিষ্ট ক্রাউন মার্কেটের মালিক হাসান মোল্লা জানান, হাজি ওয়ালীউল্লাহর সন্তানদের কাছ থেকে এ জায়গাটি ক্রয় করেছেন। এ ব্যাপারে জবি ট্রেজারার আবু হোসেন সিদ্দিকী জানান, বিষয়টি তদন্তের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টরকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আশা করি তদন্তের মাধ্যমে এ বিষয়টিসহ জগন্নাথের অন্যান্য সব দুর্নীতির বিষয়েও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

উল্লেখ্য, যুবদল নেতা সাগীর আহমেদ ২০০৫ সালের ২৪ জুন আততায়ীর হাতে খুন হয়। আর জবির সাবেক প্রকল্প পরিচালক অধ্যাপক আয়শা শিরিন রহমান ২০০৫ সালে চাকরি থেকে অব্যাহতি নেয়। এ দু'জনের বিরুদ্ধে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো বহু সম্পত্তি এভাবে বেহাত করার অভিযোগ রয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। যুবদল নেতা সাগীর ছিল পুরান ঢাকার ত্রাস। বহু খুন ও জমি এবং বাড়ী দখলের অভিযোগ তার বিরুদ্ধে রয়েছে। তাছাড়া অধ্যাপক আয়শা শিরিন রহমানের স্বামী সচিব থাকায় কেউ মুখ খুলতে সাহস পায়নি।